গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ
নীহার রঞ্জন মণ্ডল
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা নাট্যধারার ক্রমবিবর্তনে পদাবলী কীর্তনের আঙ্গিক বিচার ও পরবর্তী নাট্য-আঙ্গিক বিকাশে এর ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাটকের উদ্ভবকাল রূপে সাধারণত চিহ্নিত করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দী। যাত্রাকে নাট্যাঙ্গিক রূপে মান্যতা দেওয়া হলেও এর সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী কালের আখ্যান উপস্থাপনার বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারাসমূহকে কিঞ্চিত অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখা হয়। সাহিত্য হিসেবে আখ্যান, রচনাশৈলী, গীতধারা চমকপ্রদ হলেও উপস্থাপন কৌশল নিয়ে বিশেষ আগ্রহ চোখে পড়ে না। *চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* মঙ্গলকাব্যাদি তথা বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যিক চর্চা থাকা সত্ত্বেও উপস্থাপনভঙ্গি অবহেলিত। বাংলায় নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে। কৃত্যানুষ্ঠানমূলক নাট্য-উপস্থাপন পদ্ধতি সন্ধান করার প্রক্রিয়ায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটধারার ক্রমবিকাশ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পদাবলী কীর্তন একটি ঋদ্ধ সাহিত্য সংরূপ। এতে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক নাট্যধারার অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। উপস্থাপন রূপে পদাবলী কীর্তনের খুঁটিনাটি দিকসমূহের ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক কাজ জোরালোভাবে হয়নি।

গবেষণা জিজ্ঞাসা

বাংলা নাটকের ধারায় পদাবলী কীর্তনের সংরূপ বিচার করতে হবে। শাস্ত্রীয় ও লোকজ নাট্যাঙ্গিক কীর্তনকে কীভাবে ও কতটা প্রভাবিত করেছে তা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। কেবলমাত্র নাটকের আঙ্গিকেই নয় পারফরম্যান্স হিসেবে এর অবস্থান চিহ্নিত করাটা গবেষণাকর্মের মুখ্য বিচার্য বিষয় হয়ে উঠবে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে নবগঠিত সমাজব্যবস্থায় কীর্তনের অনুকরণ ও অনুসরণ ঘটেছে নবোদ্ভূত নাট্যসংরূপে। এই অনুসরণ ও অনুকরণ ঠিক কেমন ছিল তার একটি তুলোনামূলক অনুসন্ধান আবশ্যক।

অধ্যায় বিভাজন

প্রথম অধ্যায়- *কীর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাংলা কীর্তনের বিবর্তন*

দ্বিতীয় অধ্যায়- *বাংলা নাটকের ইতিহাস: উপেক্ষিত অধ্যায় ও মধ্যযুগের বাংলা নাটক*

তৃতীয় অধ্যায়- *কীর্তনের আঙ্গিক বিচার ও নাট্য-আঙ্গিক*

চতুর্থ অধ্যায়- *কীর্তন ও নাট্য-উপস্থাপনা*

পঞ্চম অধ্যায়- *অষ্টাদশ শতক ও পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটকের আঙ্গিক বিকাশে পদাবলী কীর্তনের ভূমিকা*

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাকর্মের প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐতিহাসিক সাহিত্যপাঠের পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। তৃতীয় অধ্যায় সংরূপগত আলোচনায় নিয়োজিত থাকবে। চতুর্থ অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি মুখ্য অংশ হয়ে উঠবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত পদাবলী কীর্তনের ক্ষেত্রসমীক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করতে গ্রন্থাগার, নথিপত্র ও ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য পারফরম্যান্স তত্ত্ব ও তুলনামূলক পঠনপাঠনের নিরিখে বিশ্লেষণ করতে হবে।

উপসংহার

প্রাচীন কাল থেকে লোকমনরঞ্জনের হেতুই হোক বা ধর্মানুভাবিতাকে পরিপুষ্ট করতেই হোক, বাঙালির নিজস্ব নাট্যভঙ্গিমা প্রচলিত ছিল। গীত-নৃত্য-বাদ্য সহযোগে আসর বা চন্ডীমন্ডপে হত এর উপস্থাপনা। উদ্দেশ্য নিছক মনোরঞ্জন। বাংলার আদি-মধ্য কাল জুড়ে রচিত সাহিত্য সম্ভারের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এগুলি যে আসরেও উপভোগ্য ছিল তা হয়তো সকলেই একমত হবেন। সেদিক দিয়ে পদাবলী কীর্তনকে বিচার করা হলে সংরূপ বিচারের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের একটি অনালোকিত অধ্যায়ের উন্মোচন হতে পারে।